61

ভোরের কাগজ

তারিখ 28 MAR 1996
পৃষ্ঠা ৮ কলাম ৫

কাউখালীর ঘাগড়া উচ্চ বিদ্যালয়

প্রধান শিক্ষকের বিরুদ্ধে ভুয়াপরীক্ষার্থী অন্তর্ভুক্ত করার অভিযোগ

রাঙ্গামাটি প্রতিনিধি : কাউখালী থানার ঘাগড়া উচ্চ বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষক এন এস ফারুকীর বিরুদ্ধে এসএসসি পরীক্ষায় ভুয়া পরীক্ষার্থী অন্তর্ভুক্ত করা, বিদ্যালয় পরিচালনা কমিটি কর্তৃক বরখাস্ত হওয়ার পর কুমিল্লা বোর্ডের স্মারক নং ব্যবহার করে কাউখালী থানা নির্বাহী কর্মকর্তা কর্তৃক প্রধান শিক্ষক হিসেবে পুনর্বহালসহ বিদ্যালয়ের শিক্ষার পরিবেশ বিনষ্ট করার অভিযোগ পাওয়া গেছে।

মহাপরিচালক, মাধ্যমিক ও উচ্চ মাধ্যমিক শিক্ষা অধিদপ্তর, শিক্ষাভবন, ঢাকা বরাবরে ঘাগড়া উচ্চ বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষকের বিরুদ্ধে বিভিন্ন অভিযোগ সংবলিত আবেদনপত্র পাঠিয়েছেন বিদ্যালয়ের পরিচালনা কমিটির দাতা সদস্য, অভিভাবক সদস্য ও সাধারণ অভিভাবকবৃন্দ। ৯১ জনের স্বাক্ষর সংবলিত অভিযোগে জানানো হয়, ১৯৯৫ সালের এসএসসি পরীক্ষায় ১৫১ জন পরীক্ষার্থীর মধ্যে প্রধান শিক্ষক কমপক্ষে ৩০/৩৫ জন ভুয়া পরীক্ষার্থী অন্তর্ভুক্ত করেন। কিন্তু বোর্ড কর্তৃপক্ষ ১৮ জন পরীক্ষার্থীকে অবৈধ ঘোষণা করে। এ পরিপ্রেক্ষিতে পরীক্ষা নিয়ন্ত্রক, মাধ্যমিক ও উচ্চ মাধ্যমিক শিক্ষাবোর্ড স্মারক নং পরী/ মাধ্য-৯৫/১৩৯৭(৪৭) তাং- ২৮/৫/৯৫ ইং মূলে তৎকালীন বিদ্যালয় পরিচালনা কমিটির সভাপতিকে প্রধান শিক্ষকের বিরুদ্ধে চাকরি বিধিমালা অনুযায়ী জরুরিভিত্তিতে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণের অনুরোধ জানানো হয়। প্রধান শিক্ষকের বিরুদ্ধে আনীত বিভিন্ন অভিযোগ প্রমাণিত হওয়ায় গত ৪/৫/৯৫ ইং বিদ্যালয় পরিচালনা কমিটির সিদ্ধান্ত মোতাবেক সাময়িকভাবে বহিষ্কার করা হয়। এদিকে কাউখালী থানা নির্বাহী অফিসারের স্মারক নং- ৬৬০ তাং ১৪/৮/৯৫ ইং মূলে সাময়িক বহিষ্কারকৃত প্রধান শিক্ষকের আবেদনের প্রেক্ষিতে কুমিল্লা বোর্ডের স্মারক নং ২২৯ (৪) তাং- ৫/৮/৯৫ মূলে প্রধান শিক্ষক হিসেবে পুনরায় দায়িত্ব পালনের অনুমতি দেওয়া হয়। কিন্তু অভিযোগকারীরা জানান, কুমিল্লা বোর্ডের স্মারক নং ২২৯ (৪) তাং- ৫/৮/৯৫ ইং-এ সাবেক সভাপতি বরাবরে কিছু রেকর্ডপত্র প্রেরণের তাগিদ দেওয়া হয়েছিল। বিদ্যালয় পরিচালনা কমিটি কর্তৃক সাময়িক বহিষ্কারকৃত প্রধান শিক্ষককে পুনর্বহালের ব্যাপারে কোনো কিছু উল্লেখ ছিল না। বিদ্যালয়ে অধ্যয়নরত ছাত্রছাত্রীদের অভিভাবকবৃন্দ অভিযোগ করেন, প্রধান শিক্ষক এন এস ফারুকী কাউখালী থানা নির্বাহী অফিসারের সহযোগিতায় নিজেদের ইচ্ছামতো বিদ্যালয়ের এডহক কমিটির সদস্য রদবদল করায় বিদ্যালয় পরিচালনা ও শিক্ষার পরিবেশ বিনষ্ট হচ্ছে। এ ব্যাপারে প্রধান শিক্ষকের বিরুদ্ধে প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ গ্রহণ করে ঘাগড়া উচ্চ বিদ্যালয়ের শিক্ষার পরিবেশ ফিরিয়ে আনার জন্য ঊর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষের কাছে আবেদন জানিয়েছেন অভিভাবকবৃন্দসহ ঘাগড়া এলাকাবাসী।

বিরল ডিগ্রি কলেজে তালা ঝুলছে

দিনাজপুর প্রতিনিধি : শিক্ষকদের ১৪ মাসের বেতন বকেয়া থাকায় গত ২৭ ফেব্রুয়ারি থেকে বিরল ডিগ্রি কলেজে তালা ঝুলছে।

কলেজ অধ্যক্ষের অযৌক্তিক সিদ্ধান্তের কারণে বিরল ডিগ্রি কলেজের শিক্ষকরা গত ১৪ মাস ধরে বেতন না পাওয়ার বাধ্য হয়ে গত ২৭ ফেব্রুয়ারি থেকে দাবি আদায় অর্থাৎ বকেয়া বেতন না পাওয়া পর্যন্ত ধর্মঘটে রয়েছেন। সরকার বেসরকারি কলেজ শিক্ষকদের '৯৪ সাল থেকে মোট বেতনের শতকরা ৮০ ভাগ দেওয়ার ঘোষণা দেয় এবং শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের নিজস্ব তহবিল থেকে বেতনের শতকরা ৩০ ভাগই দেওয়ার বিষয়টি বহাল থাকে। '৯৪ সালের আগে সরকার শতকরা ৭০ ভাগ বেতন প্রদান করতেন।

মাধ্যমিক ও উচ্চশিক্ষা পরিদপ্তরের মহাপরিচালক স্বাক্ষরিত ১৭৯১/৮৭ নম্বর স্মারকে উল্লেখ করা হয় যে, কোনো শিক্ষক ও কর্মচারীর বেতন বেতন কাঠামোর ঊর্ধ্বতন সীমা অতিক্রম না হওয়া পর্যন্ত বেতন হ্রাস করা বিধিবিধান ও ম্যানেজিং কমিটির এক্তিয়ার বহির্ভূত।

বিরল ডিগ্রি কলেজের ২২ জন শিক্ষকের মধ্যে ২১ জন স্বাক্ষরিত এক অভিযোগে বলা হয় যে, সরকারি নির্দেশ লংঘন করে অধ্যক্ষ সম্পূর্ণ অনিয়মতান্ত্রিক ও বিধিবহির্ভূতভাবে শিক্ষকদের বেতন থেকে শতকরা ১০ ভাগ কেটে বেতন দিতে চাইলে শিক্ষকরা আপত্তি তোলেন। এই জটিলতার জন্য এবং অধ্যক্ষের অযৌক্তিক সিদ্ধান্তের দরুন শিক্ষকরা ১৪ মাস ধরে বেতন গ্রহণ করতে না পারায় অনির্দিষ্টকালের ধর্মঘটের পথ বেছে নিয়েছেন। সকল শিক্ষকের ধর্মঘটের ফলে বিরল ডিগ্রি কলেজে তালা ঝুলছে।